ঝিনাইদহে লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস উদযাপন

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ২৯৩ তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন করেছে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবক সংঘ, পুরাতন হাঠ খোলা ঝিনাইদাহ জেলা শাখা।

দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও মাঙ্গলিক পূজার আয়োজন করা হয়। বাবার পূজা দিতে শত শত ভক্ত লোকনাথ মন্দিরে সমাগম হয়। বাবার মাঙ্গলিক পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের সভাপতি রনি সাহা জানান, প্রতিবছরে এখানে আমরা লোকনাথ পুজো করে থাকি শত শত ভক্তের এখানে আগমন হয়। এবার আমরা সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নীলা কীর্তন আয়োজন করেছি। নীলা কীর্তন শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে ইসলাম প্রসারে ও প্রচার নিয়ে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট স্মরনে মাসব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে ইসলাম প্রসারে ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তার কণ্যা শেখ হাসিনার অবদান নিয়ে ইমাম ও মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, পৌর ইমাম

সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও বিএমএ’র সভাপতি ডাক্তার আবু তাহের। বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের শোক দিবসের আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নবগঠিত জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভা শেষে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা মহিলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়, যা কেন্দ্র থেকে চুড়ান্ত অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হবে।

আজ শনিবার (২৬ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ও জেলা মহিলা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের অনুষ্ঠান দুটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতারা মেহেরপুর জেলার সকল নেতাকর্মীকে নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশ্বনাথ সাহার সভাপতিত্বে এবং অশোক চন্দ্র বিশ্বাস ও সুব্রত সাহা বাপ্পার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এড. গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপালী চক্রবর্তী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড. এম এ সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এড. মিয়া জান আলী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ

মার্টিন হীরক চৌধুরী, সনজিদ পাল বাপ্পি এবং এড. সুজন কুমার মন্ডল বক্তব্য রাখেন ।

আলোচনা সভায় আলোচকরা বলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডির বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল।

পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ, মেয়ে বেবি ও সুকান্তবাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। সে সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

মেহেরপুরে শত বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির। মন্দিরটিকে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির হিসেবে গণ্য করে। জেলার সর্ব প্রাচীন মন্দির বলে এই মন্দিরটি স্বীকৃত হলেও এর স্থাপনকালের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

তবে ধারণা করা হয় রাজা গোয়ালা চৌধুরী কিংবা তার পরবর্তী বংশধরেরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে বাংলা ১৩৩২ সালে নিত্য গোপাল সাহার স্ত্রী পাচু বালা দাসী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে বালা দাসীর মূর্তি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার ও তাদের দোসররা এই মন্দিরে আক্রমণ করে এবং

বালা দাসীর মূর্তিটি ধ্বংস করে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মূর্তি স্থাপন করে নিয়মিত পূজা অর্চনা চালু করে। প্রতি বছর এখানে কালীপূজা, দূর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে এই মন্দিরকে ঘিরে বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা বসে। বৈশাখ সংক্রান্তি মেলার আগের জৌলুস এখন আর নেই। তবে নিজ ও সমাজের মঙ্গল কামনাতে প্রতিবছর এই মন্দির প্রাঙ্গনে চলে পাঠা বলিদান।

বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস বলেন,থব্রিটিশ আমল থেকেই এই মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলীরা পুজা অর্চনার জন্য আসত।এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পুজা করতে মানুষ আসে এই মন্দিরে পুজা দিতে।’

মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত শ্রী তপন বন্দোপাদ্ধায় ১৯৮৯ সাল থেকে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন কীছেন। তিনি বলেন,থ অবিভক্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। ভারত ভাগের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তেহট্টের বেতায় নামক স্থানে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের একটি শাখা চালু করে ওখানকার ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মাবলীরা। বেতায়ের সেই মন্দিরের সকল কার্যক্রম মেহেরপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাথে সমন্বয় করে একই সময়ে একই রীতিতে করা হয়।

‘তিনি আরোও বলেন, ১৯৭১ সালে বালা দাসীর মূর্তিটি ভেঙে গেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মন্দিরের ভিতর বালা দাসীর ভাঙ্গা বিগ্রহ স্থাপন করে। ২০০৪ সালে মন্দির কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে বালা দেবীর বিগ্রহ ভৈরবে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।’

মুজিবনগরে চার্চ অব বাংলাদেশ

বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মুজিবনগরে যুব সমাজে শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি এবং মাদকমুক্ত যুব সমাজ গড়ার লক্ষে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে ডিনারীর অন্তর্গত প্যারিশ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশপ কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা:হেমেন হালদার এর সভাপতিত্বে, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিশপ মহোদয়ের সহধর্মিনী কুষ্টিয়া ডায়াসিসের উইমেন্স ফেলোশিপ এর কনভেনর জেসিকা সুপর্ণা হালদার,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, ডিনারী সম্পাদক রিপন সরকার রিন্টু, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এডমিন বিনিময় বিশ্বাস,রেভা:উজ্বল বিশ্বাস,রেভা: কর্নেলিয়াস মন্ডল, রেভা: গণেশ মার্ডিসহ ডিনারী অন্তর্গত প্যারিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দিন ব্যাপি এই ফুটবল টুর্নামেন্টে কার্পাসডাঙ্গা, সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর, নিত্যানন্দপুর,ইম্মানুয়েল চার্চ বল্লভপুর প্যারিশ, যুগিন্দা এবং ডিনারী কমিটিসহ ৬ টি ফুটবল দল অংশগ্রহন করে।

লিগভিত্তিক এই খেলায় সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর এবং নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল সাধু-পিতরের গির্জা রতনপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মেহেরপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এ্যাডহক কমিটি ঘোষিত

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে বিলুপ্ত ঘোষণা করে শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্করকে আহ্বায়ক ঘোষণা করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৬ আগষ্ট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৩ ধারার অনুবলে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন এ্যাডহক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সাথে এ্যাডহক কমিটিকে অধস্তন কমিটিগুলোর সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন সমাপ্ত করে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জেলা সম্মেলন আয়োজন করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রানা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার এ্যডহক কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে মাধব চন্দ্র ভাস্কর ও সদস্য সচিব হিসেবে সুব্রত সাহা বাপ্পা ছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন -এড. সুজন কুমার মন্ডল, অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, সুমন মল্লিক টিংকু, অনিল চন্দ্র বিশ্বাস, কার্তিক চন্দ্র মল্লিক, চিত্ত রঞ্জন সাহা, বিশ্বনাথ সাহা, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সনজিত পাল বাপ্পি, শংকর দাস, বিকাশ বিশ্বাস, সাথী বিশ্বাস, জয়দেব কুমার সাহা, সুকুমার কর্মকার, জয়ন্ত কুমার সরকার, চন্দনা পাল, দিলীপ মল্লিক, মহাদেব চন্দ্র দাস ও বিশু দাস।

নবীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ( স:) সম্পর্কে কটুক্তি ও অশালীন মন্তব্য করায় ব্লগার আসাদ নুর ও ব্লগার আবদুল্লাহ আল মাসুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে গাংনীর তৌহিদী জনতা।

আজ বুধবার জোহরের নামাজের পর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়োজন করে আমিরুল ইসলাম ইসলাম ফাউন্ডেশন।

এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মওলানা মোঃ আব্দুল কাদের, গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ ইলিয়াস হোসেন,গাংনী মাদ্রাসা জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আনিসুজ্জামান বকুল প্রমুখ।

গাংনী বাজার জামে মসজিদের ইমাম ও উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মওলামা মোহাম্মদ রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনের সমাপনী বক্তব্য রাখেন গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি ও আমিরুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক ইঞ্জিঃ সালাউদ্দিন শাওন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,২০১৭ সাল থেকে ব্লগার আসাদ নূর নামের একটি ব্লগ পেজ থেকে মুসলিম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কটুক্তি ও মন্তব্য প্রকাশ করে আসছে, যা সারা পৃথিবীর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চরম আঘাত হেনেছে। গত কয়েকদিন আগেও আসাদ নূরের ব্লগ পেজ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করে একটি ভিডিও আপলোড করেছে। শুধু আসাদ নূরের পেজে নয় আব্দুল্লাহ আল মাসুদ নামের একটি ব্লগ পেজ থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে অশালীন অযৌক্তিক ভিডিও বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

এ সকল বক্তব্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে যে কটুক্তি করেছে তা বানোয়াট ভিত্তিহীন। মুসলমানদের খেপিয়ে তোলার জন্যই এই দুই ব্লগে বক্তব্য প্রকাশ করেছ। তারই প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভের আয়োজন। ওই দুই

ব্লগারকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা।

মেহেরপুর জেলা হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন

বাংলাদেশ হরিজন মানব অধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিপ্লব বাশফোড়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি শ্রী দয়াল সদ্দার, মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মনোরঞ্জন মজুমদার, আশিক কুমার সিংহ, মিঠু বাশফোড়, পার্থ বাশফোড় সহ মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মা ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নে বাগডাংগা গ্রামের শ্রীঐর্শিন দাসের ছেলে শ্রী অসিত দাস (৩২) নামে এক জন ইসলাম ধর্ম

গ্রহন করেছেন। তার বর্তমান নাম মোঃ ওসমান গনি।

রবিবার স্থানীয় মৌলভী সাহেবের কাছে তওবা পাঠ করে আগের হিন্দু সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার কলেজ স্টান্ড বক চত্বরের সামনে একটি সেলুনের দোকান আছে। তার হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস ও মনোভাব জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার দোকানের পাশ দিয়ে প্রতিদিন মুসল্লী,রা দল বেঁধে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে দেখে হঠাৎ করে একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কত সুন্দর ধর্ম এই ইসলাম ধর্ম তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে থাকলাম।

পরামর্শ নিয়ে হঠাৎ আজ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আজ আমি আনন্দ উপভোগ করছি। আমার দোকানের আশপাশে যেসব দোকানদার আছেন তারা আমার মুসলমান হওয়া শুনে খুব খুশি হয়েছেন। মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করতে দেখে ইমাম, মোয়াজ্জিম সহ মুসল্লিরা খুব খুশি হয়েছেন। তারা আমাকে বলেছেন কোন সহযোগিতা লাগলে বলতে। সকল দোকানদাররা মিলে সাহায্য করবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

এমনটাই বলেছেন আমার হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারনে যদি সংসার চালাতে কোন সহযোগিতা লাগে সেটাও করবেন পাশের সকল দোকানের মালিকগন। বিজ্ঞ নোটারি পাবলিকের যশোর কার্যালয় থেকে এভিডেভিট করে ইসলাম ধর্মে নাম লেখান। এর ৩ মাস আগে স্ত্রী, এক ছেলে এক কন্যা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানান মোঃওসমান গনি।

চুয়াডাঙ্গায় উলামা কল্যাণ

পরিষদের উদ্যোগে এক হাজার আল কুরআন বিতরণ

সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহাগ্রন্থ-আল কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করছে সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা। এক হাজার কুরআন বিতরণ অবদি এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির দায়িত্বশীলরা।

গতকাল শনিবার (৫ আগস্ট) বাদ আসর জেলার শহীদ হাসান চত্বরে এই কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। এসময় শতশত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের হাতে পবিত্র কুরআন তুলে দেয় সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দগণ।

কুরআন বিতরণ পূর্ব জমায়েতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এর আগেও আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ঘোষিত ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার আমরা চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বরে জমায়েত হয়েছি। আজ রবিবার থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদেও এই কার্যক্রম চলবে ইনশাআল্লাহ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা সুইডেনকে জানিয়ে দিতে চাই, একটা মাত্র কাগজের কুরআন পুড়িয়ে পৃথিবীর বুকে কুরআনের প্রচারণাকে থামিয়ে দেয়া যাবেনা।কারণ মুসলমানরা কুরআন শরীফ কাগজের পাতায় ধারণ করেনা বরং তারা এই পবিত্র কুরআন তাদের হৃদয়ে ধারণ করে। এজন্য কুরআনের পাতা পুড়িয়ে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে মাদরাসা মসজিদসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলবে, আজ চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বর থেকে তার কার্যক্রম শুরু হলো।

বক্তারা বলেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআনসহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে বা যারাই কটুক্তিকর বক্তব্য দেয়ার দু:সাহস দেখানোর চেষ্টা করবে, আমরা সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ এর প্রতিবাদে দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে মাঠে নামবই, ইনশাআল্লাহ।

বক্তারা আরও বলেন, সুইডেনে কুরআন পোড়ানো হয়নি, বরং বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয় পোড়ানো হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

আয়োজিত ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, সাংগঠনটির সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, সেক্রেটারী মাওলানা আখতারুজ্জামান, সহ-সভাপতি মুফতী আব্দুর রশিদ রজব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা সারওয়ার হুসাইন, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাহফুজুর রহমান মাফী প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হাফেজ তাজুল ইসলাম, সহ-সেক্রেটারী মাওলানা আমির খসরু, মাওলানা আব্দুল্লাহ, সপ্তর সম্পাদক মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ফয়জুল্লাহ আল মুনির ও মাওলানা জামাল উদ্দিন প্রমুখ।